যুগান্তর

তারিখ 04 AUG 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দেবিদ্বারে ইউআরসি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

আক্তার হোসেন, *দেবিদ্বার থেকে*

কুমিল্লার দেবিদ্বারে উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর মো. গোলাম মাওলা ও অফিস সহকারী/ডাটা এন্টি অপারেটর মো. শাহ আলমের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা ও অন্যান্য খাত থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রায় ১১ লাখ ২১ হাজার ৩৫০ টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাদের বিচারের দাবিতে শিক্ষক সমাবেশ শেষে ইউএনও মো. সাইফুল ইসলামের বরাবর একটি অভিযোগপত্রও দাখিল করা হয়। জানা যায়, উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। আর এসব প্রশিক্ষণের জন্য সরকার নিয়মিত প্রশিক্ষণ ভাতাও প্রদান করে থাকেন। দেবিদ্বার উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর মো. গোলাম মাওলা ও অফিস সহকারী/ডাটা এন্টি অপারেটর মো. শাহ আলম উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এবং প্রশিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ভাতা থেকে সরকারি ভ্যাট প্রদানের নামে লাখ লাখ টাকা কর্তন করে তা আত্মসাৎ করেন। ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর মো. গোলাম মাওলা সরকারি চাকরি করে কুমিল্লা জেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত নিশা টাওয়ারের ৫ম তলায় প্রায় অর্ধকোটি টাকা ব্যয়ে একটি বিলাশ বহুল ফ্ল্যাট ক্রয় করে সর্বত্র আলোচিত হন। অপরদিকে অফিস সহকারী/ডাটা এন্টি অপারেটর মো. শাহ আলম জেলার ক্যান্টনম্যান এলাকায় বেনামে ৪-৫টি দোকান কিনিছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া যায় গেছে। প্রশিক্ষণ চলাকালে অফিস সহকারী শাহ আলম দুটি আলাদা আলাদা সিটে শিক্ষকদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ১১টি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ৪০টি ব্যাচের ১ হাজার ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর কাছ থেকে ৬ লাখ ৫৫ হাজার ২৫০ টাকা ও ৫০ জন প্রশিক্ষক থেকে ৫৫ হাজার ৭০০ টাকা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যাগ বাবদ ৫৩০ টাকা বরাদ্দের স্থলে ১৫০ টাকার নিম্ন মানের ব্যাগ সরবরাহ করার মাধ্যমে ৪ লাখ ১০ হাজার ৪০০ টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়। অফিস সহকারী/ডাটা এন্টি অপারেটর মো. শাহ আলম জানান, আমি যা করেছি, আমার স্যারের (ইন্সট্রাক্টর) নির্দেশে করেছি। এ বিষয়ে ইন্সট্রাক্টর মো. গোলাম মাওলার কাছে ভ্যাট বাবদ টাকা আত্মসাতের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রথমে তিনি সাংবাদিকদের তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানালেও পরে তিনি বলেন, আমি এখানে যোগদানের পর থেকে প্রশিক্ষণের কারণে বেশির ভাগ সময়ই কুমিল্লা শহরে থাকায় অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি আমার জানা ছিল না। কুমিল্লার নিশা টাওয়ারে তার ফ্লাট ক্রয়ের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, এটি আমার বাবা ক্রয় করেছে, তবে দলিল আমার নামে করা হয়েছে। এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শাহ ইকবাল মনসুর জানান, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষক তালিকা আমি পাঠানোর কথা থাকলেও তাদের (উপজেলা রিসোর্স সেন্টার) পছন্দমতো শিক্ষকদের অবৈধভাবে তালিকা করে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। তাদের সঙ্গে কথা বলেও বিষয়টির সমাধান করতে পারিনি।

প্রশিক্ষণ ভাতা থেকে লাখ লাখ টাকা কর্তন করে তা আত্মসাৎ করা হচ্ছে